যায়যায়দিন

তারিখ ... 17 JUL 2009
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ...

চট্টগ্রামে উপবৃত্তি না পেয়ে ছয় বছরে পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে

ইসমত মর্জিদা ইতি চট্টগ্রাম

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শতকরা ৪০ ভাগ উপবৃত্তি বিতরণের নিয়ম থাকলেও চট্টগ্রাম জেলার স্কুলগুলোতে উপবৃত্তি বিতরণ হয়েছে ৩২ ভাগ। গত অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থের ৭ কোটি টাকার কোনো ব্যয় দেখাতে পারেনি চট্টগ্রাম প্রাথমিক জেলা শিক্ষা অফিস। এদিকে উপবৃত্তি না পেয়ে নিরুৎসাহী হয়ে চট্টগ্রামের স্কুলগুলো থেকে গত ছয় বছরে ৫ লাখ ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়েছে। পাশাপাশি সঠিক মনিটরিং ও কাউন্সিলের অভাবে অভিভাবকরা উপবৃত্তির টাকা ছেলেমেয়ের পড়াশোনার পেছনে ব্যয় না করে সাংসারিক কাজে লাগাচ্ছেন।

২০০২ থেকে ২০০৮-এ ছয় অর্থবছরে চট্টগ্রাম জেলার ১৪টি উপজেলার ১০ হাজার ৯০৫টি প্রাথমিক স্কুলে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৮ লাখ ৯৮ হাজার ৩৯৪ জন। কিন্তু শতকরা ৪০ ভাগ হিসাবে উপবৃত্তির সুবিধায় আসছে মাত্র ৯ লাখ ৩৮ হাজার ৬৭ জন। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৬২ হাজার ১৩৯ জন। কিন্তু উপবৃত্তির সুবিধায় এসেছে মাত্র ১ লাখ ৬২ হাজার ৬১৩ জন। উপবৃত্তি প্রদানের নির্ধারিত হার ৩২ ভাগ পেরোয়নি। ২০০২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ছয় অর্থবছরে চট্টগ্রামের ১৪ উপজেলার স্কুলে উপবৃত্তির জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দ ছিল ৮৮ কোটি ৯৩ লাখ ৪৪ হাজার ৮১৫ টাকা; কিন্তু বিতরণ হয়েছে ৮২ কোটি ৮০ লাখ ১৯ হাজার ৩০৩ টাকা। প্রায় ২৯ লাখ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বছরে শতকরা ২০ ভাগ হারে গত ছয় অর্থবছরে ৫ লাখ ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়েছে।

সীতাকুণ্ডের ফকিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণী বাদে ৫২৯ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে উপবৃত্তি পাচ্ছে ২০০ জনের মতো। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হামিদা বেগম বলেন, শিক্ষকদের ছোট হতে হয় অভিভাবকদের কাছে। কারণ গরিব অভিভাবক বেশি। কাকে ছেড়ে কাকে উপবৃত্তি দেয়া হবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে হয়। এছাড়া অভিভাবকরা তিন মাস পর টাকা সংসারের পেছনে ব্যয় করে ফেলে।

সঠিক মনিটরিং ও কাউন্সিলের অভাবে অভিভাবকরা উপবৃত্তির টাকা ছেলেমেয়ের পড়াশোনার পেছনে ব্যয় না করে সাংসারিক কাজে লাগাচ্ছেন

শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের অভিভাবকরা দরিদ্র হওয়ায় তাদের উপবৃত্তির জন্য ছাত্রছাত্রী বাছাই করতে নাজেহাল হতে হয়। তোপের মুখে পড়তে হয় অভিভাবকদের। হতে হয় বিতর্কিত।

এদিকে চট্টগ্রাম জেলায় মাত্র একজন উপবৃত্তি মনিটরিং অফিসার থাকায় সব উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে মনিটর করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানা গেছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে উপবৃত্তি মনিটরিং অফিসার জাহিদুল প্রতি মাসে ৩০টি স্কুল ভিজিটে যান। তিনি বলেন, প্রতিটি উপজেলায় আলাদা মনিটরিং অফিসার দরকার। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন না হলে উপবৃত্তির সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন, উপবৃত্তি প্রদানের হার শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ করা উচিত। বিশেষ করে নদীভাঙন, দুর্গম, পাহাড়ি এলাকায় এ হার বাড়ানো উচিত।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক থানা শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, উপবৃত্তির টাকা বাড়িয়ে দিয়ে স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা করা যায়। স্কুলের উদ্যোগে বাচ্চাদের ড্রেস ও বই-খাতা সরবরাহ করা যায়। যে টাকা বাচ্চাদের কাজে অভিভাবকরা ব্যয় করবেন না, সে টাকা দিয়ে লাভ কী?